ইকরির ইচ্ছেগাছ

সিসিমপুরে শুরু হয়েছে মেলা। গাছ-গাছালির মেলা। মেলায় এসেছে নানানরকম গাছ।

হালুম নিয়ে এসেছে ঝাঁকড়া এক গোলাপ গাছ। নিজের গাছ দেখে নিজেই অনেক খুশি। ফুলের দিকে তাকিয়ে বার বার বলছে, আহ, কী সুন্দর! কী সুন্দর!

গাছ-গাছালির
মেলা

এলমো এনেছে পুদিনা গাছ। পুদিনা পাতার অনেক গুণ। শরীরের জন্য খুব উপকারি। এলমোর পুদিনা গাছ দেখেও হালুম বলছে, বাহ, কী সুন্দর! কী সুন্দর!

গাছ-গাছালির
মেলা

টুকটুকি এনেছে আম গাছ। গাছে ধরে আছে তিন রকমের আম। ফজলি, মোহনভোগ আর ল্যাংড়া।

টুকটুকির আমগাছ দেখেও হালুম বলছে, বাহ, কী সুন্দর! কী সুন্দর!

সবাইকে গাছ আনতে দেখে ইকরি পড়ে গেল চিন্তায়। তার কাছে তো কোনো গাছ নেই! তাহলে কি ইকরি গাছ-গাছালির মেলায় অংশ নিতে পারবে না?

তারপর হঠাৎ ইকরি ছুটে গেল লালবাড়ি। সাঁই করে নিয়ে এলো একটা গাছ।

ইকরির গাছ দেখে তো সবাই অবাক! এ কী! কী গাছ এনেছ ইকরি?
এটা তো কাগজে আঁকা গাছের ছবি। বলল এলমো।

ইকরি বলল, এটা ইকরির ইচ্ছেগাছ। এই ইচ্ছেগাছ ইকরিকে
দিয়েছে টুকটুকি। ইচ্ছেগাছে ইকরি তার ইচ্ছেগুলো এঁকে রাখে!
ইকরির কথা শুনে হালুম বলল, বাহ, কী সুন্দর! কী সুন্দর!

ইকরি বলল, ইচ্ছেগাছে ইকরি তার ইচ্ছেপূরণের পরিকল্পনা এঁকে রাখে। হালুম বলল, কীভাবে?

ইকরি হেসে গাছের পাতা দেখিয়ে বলল, এই যে! এ পাতায় ইকরি পেন্সিল এঁকেছে। কারণ ইকরি পরিকল্পনা করেছে লিখতে শিখবে! ইকরি কাল থেকে প্রতিদিন সুমনার কাছে লিখতে শিখবে। কী মজা!

সবাই বলল, বাহ, ইকরি বাহ।

ইচ্ছেগাছ

ইকরি বলল, আরেকটা পাতায় ইকরি এঁকেছে গাছ। কারণ ইকরির একটা বাগান করার ইচ্ছে! কিন্তু ইকরির এই ইচ্ছে এখনো পূরণ হয়নি! মন খারাপ করে বলল ইকরি।

হালুম বলল, ইকরির বাগান করার এই ইচ্ছেটা তো আমরা পূরণ করতে পারি! ইকরি অবাক হয়ে বলল, কীভাবে হালুম? কীভাবে?

হালুম বলল, আমি তোমার বাগানের জন্য আমার গোলাপ গাছটা উপহার দিলাম!

টুকটুকি হেসে বলল, আমি আমার আম গাছটা ইকরির বাগানের জন্য উপহার দিলাম।

এলমো বলল, এলমোও তার পুদিনা গাছটা ইকরির জন্য উপহার দিতে চায়।

সবার গাছ পেয়ে ইকরি খুশিতে নেচে উঠল। বলল, ইকরি প্রতিদিন নিয়ম করে গাছগুলোতে পানি দেবে আর যত্ন নেবে।

ইকরি এবার তার ইচ্ছেগাছের পাতায় এঁকে দিল রঙিন ফলের ছবি। বলল, ইকরির ইচ্ছে, ইকরির গাছের ফল পাকলে ইকরি সিসিমপুরের সবার সাথে ভাগ করে খাবে।

ইকরির কথা শুনে হালুম বলল, বাহ, কী সুন্দর! কী সুন্দর! আমারও খুব ইচ্ছে করছে এরকম একটা ইচ্ছেগাছ পেতে!

এলমো বলল, হ্যাঁ, এলমোরও যদি ইচ্ছেগাছ থাকত!

ইচ্ছেগাছ

টুকটুকি ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো অনেকগুলো ইচ্ছেগাছ আর সবাইকে একটা করে উপহার দিল। সবাই তো দারুণ খুশি! হালুম বলল, আমাদের সবারই এখন ইচ্ছেগাছ আছে!

টুকটুকি বলল, হ্যাঁ, আমরা তাতে আমাদের ইচ্ছেগুলো লিখে রাখব আর সেগুলো পূরণ করব! বন্ধুরা, তোমরাও তোমাদের ইচ্ছেগুলো এঁকে বা লিখে রাখতে পারো ইচ্ছেগাছে! আর পরিকল্পনা করে ধাপে ধাপে সেগুলো পূরণ করতে পারো।

আমার ইচ্ছেগাছ

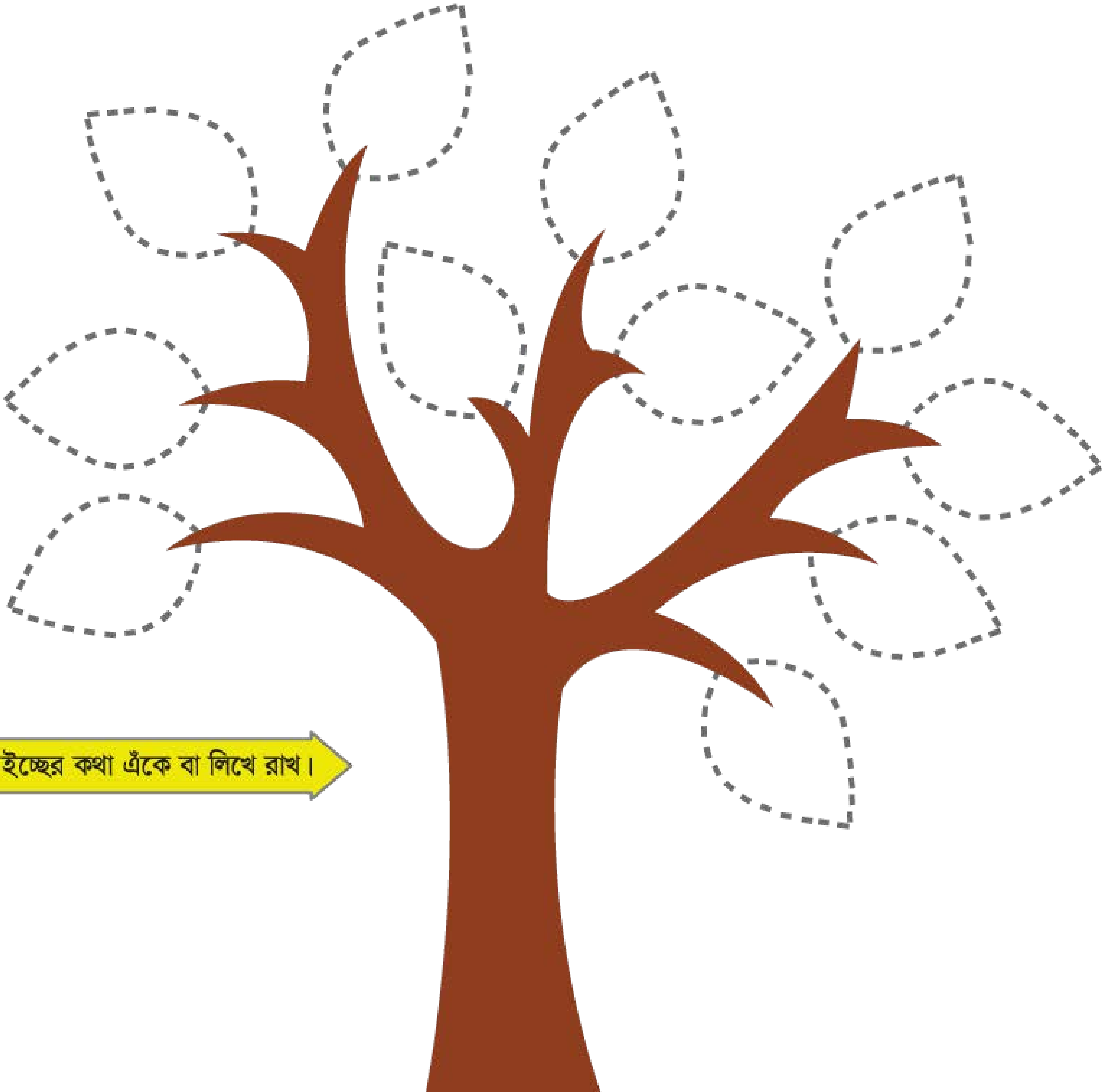

ইচ্ছেগাছে তোমার ইচ্ছের কথা এঁকে বা লিখে রাখ।

শিশুদের কাছে গল্পকে প্রাণবন্ত করার কিছু উপায়

• গল্পের বইটি আপনি আগেই ভালোভাবে পড়ে নিন। পড়ার সময় গল্পের মূলভাব জেনে নিন।
• গল্প বলার সময় সময় এমন জায়গায় বসুন/অবস্থান নিন যেন সকল শিশুকে দেখতে পান।
• প্রথমেই শিশুদের কিছু কৌতূহলী প্রশ্ন করে গল্প শুনতে আগ্রহী করে তুলুন। প্রয়োজনে ১/২ জন শিশুকে তাদের জানা কোনো গল্প শোনাতে বলুন।
• বইটি এমনভাবে ধরুন যাতে সব শিশু দেখতে পায়। শিশুকে প্রথমে প্রচ্ছদের ছবিটি দেখান। গল্প যিনি লিখেছেন এবং যিনি ছবি এঁকেছেন তাঁদের নাম বলুন।
• প্রচ্ছদের ছবি দেখিয়ে শিশুকে ভাবতে বলুন, গল্পের বিষয় কী হতে পারে- সে সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করুন। যেমন: ‘ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?’ ‘কে কী করছে?’ ‘গল্পটির নাম কী হতে পারে?’
• গল্প পড়ে শোনানোর সময় প্রতি পৃষ্ঠার ছবি দেখান এবং ওই পৃষ্ঠায় লেখা গল্পের বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে প্রশ্ন করুন। তারপরে লেখা বাক্যগুলো পড়ে শোনান।
• প্রতি পৃষ্ঠা পড়া হলে মুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন ‘এরপর কী হতে পারে?’ ‘এখানে তুমি হলে কী করতে?’ ‘এখানে কে কী করছে?’ ‘তোমার কেমন লেগেছে?’ ইত্যাদি।
• গল্প শোনানোর সময় শারীরিক ভাষা ব্যবহার করুন। বিভিন্ন চরিত্রের সাথে মিলিয়ে আপনার মুখের ভাব ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করুন।
• গল্পের মধ্যে বিশেষ কোনো শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি থাকলে পড়ার বা বলার সময় তার অর্থ বলে দিন। প্রয়োজনে শব্দগুলো দিয়ে নতুন বাক্যও বলুন যেন গল্পের বিষয় অনুধাবন করা সহজ হয়।
• গল্পের ভেতরে ছড়া থাকলে ছড়াটি আপনার সাথে সাথে শিশুকেও বলতে বলুন, যাতে শিশু আনন্দ পায়।
• গল্পটি পড়া শেষ হলে বিভিন্ন ছবি, শব্দ ও গল্পের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে আলোচনা করুন। শিশুদের ধারাবাহিকভাবে গল্প বলতে সহায়তা করুন।
• শিশুদের এমনভাবে দল গঠন করুন যেন প্রত্যেক দলে গল্পের চরিত্রের সাথে মিল করে সদস্য সংখ্যা থাকে। প্রত্যেক দলে গল্পের সাথে মিলিয়ে শিশুদের চরিত্র নির্বাচন করে দিন। কোন দল সবচেয়ে ভালো অভিনয় করতে পারে সেই মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করুন।
• প্রত্যেক দলকে অভিনয় করার জন্য সহায়তা প্রদান করুন।